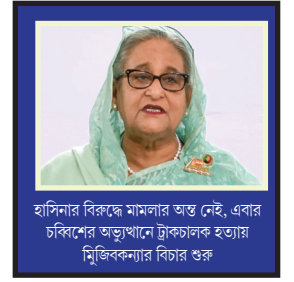




বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



৮ কার্তিক ১৪৩৩।। সোমবার ২৬ অক্টোবর ২০২৬ ১১ ম বর্ষ ৬১৭ সংখ্যা ১৮পাতা

দিল্লিতে ঝটিকা সফরে
বাংলাদেশের জাতীয়
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা
প্রধান!



এবার ট্রেনে চেপেই
গঙ্গাসাগর! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
কাছে রেলপথ তৈরির
আবেদন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর



আলিমুদ্দিনকে অন্ধকারে
রেখেই দিল্লিতে
বাম-তৃণমূল ঘনিষ্ঠতা!
অস্বস্তিতে বঙ্গ সিপিএম



রাতে আরও শক্তি বাড়াবে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'! মঙ্গলেই বঙ্গের শুরু বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া

নয়া জামানা : বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি সোমবার সকালেই পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'। আগামী দু'দিনে তা আরও শক্তিবৃদ্ধি করে বুধবার, ২৮ অক্টোবর সকালে আছড়ে পড়তে চলেছে বিশাখাপত্তনমে। বঙ্গের ঝড়ের সরাসরি প্রভাব না পড়লেও আগামিকাল মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি হতে পারে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। সেইসঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে পূর্বাভাস, কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হবে। তবে সবটাই নির্ভর করছে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'ের গতিবিধির উপর। সেদিকে নজর রেখেছেন আবহাওয়াবিদরা। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ রাতেই এটি শক্তিশালী সাইক্লোনের আকার নেবে। মঙ্গলবার সকালে আরও শক্তিসঞ্চয় করে ক্রমশ উপকূলে দিকে ধেয়ে যাবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্তমানে পূর্ব-মধ্য ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে অর্ণব। ওড়িশার



গোপালপুর থেকে ৫৮০ কিমি দক্ষিণপূর্বে, বিশাখাপত্তনম থেকে ৬১০ কিমি পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে এবং কাকিনাড়া থেকে ৬৯০ কিমি পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে অবস্থান। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ রাতেই এটি শক্তিশালী সাইক্লোনের আকার নেবে। মঙ্গলবার সকালে আরও শক্তিসঞ্চয় করে ক্রমশ উপকূলে দিকে ধেয়ে যাবে। আলিপুর

আবহাওয়া দপ্তরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের কথায়, বুধবার দুপুরের মধ্যে বাপতলা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যে ইয়ানামের কাছে অঙ্গপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূল অতিক্রম করবে অতি প্রবল এই ঘূর্ণিঝড়। সেই সময় হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১৪০

কিলোমিটার। এদিকে অর্ণবের প্রভাব সরাসরি বাংলায় না পড়লেও আগামিকাল মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। হাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, আগামিকাল পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়খাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। সঙ্গে বইবে ঝড়ো হাওয়া। তবে বুধবার

বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খামে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে বইবে ঝড়ো হাওয়া। ভারী বৃষ্টি হবে বৃহস্পতিবারও। বৃষ্টি হবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। ফলে এই সময়ে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেই নয়, বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী বুধবার থেকে বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায়। বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এমনকী পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবারও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির কথা জানানো হয়েছে।

মোদিই ক্ষমতায় থাকবেন

দেশবিরোধী'দের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা বিজেপির

নয়া জামানা : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাবা তুলে কটাক্ষ করে বিতর্কে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে। দেশজুড়ে নির্দার বাড় উঠেছে। এই অবস্থায় ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিল বিজেপি। তারা জানিয়ে দিয়েছে, মোদিই ক্ষমতা থাকবেন। এর ফলে দেশবিরোধী শক্তিগুলি অস্বস্তিতে পড়বে সোমবার এক্স হ্যাণ্ডলে একটি পোস্ট করে গেরুয়া শিবির। তারা লেখে, 'ভারতবিরোধী সব শক্তিকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মোদি কোথাও যাচ্ছেন না।' যদিও ওই পোস্টে কারও নাম করেনি বিজেপি। তবে রাজনৈতির পর্যবেক্ষকদের মতে, এর মাধ্যমে আসলে কংগ্রেস এবং

'ইন্ডিয়া' জোটকেই নিশানা করেছে গেরুয়া শিবির। এদিকে আগামী ১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'ইন্ডিয়া' জোটের সভার আয়োজন করেছে কংগ্রেস। বলে রাখা ভালো, ১ নভেম্বর ভারতের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত দিন। ১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরবর্তী দাঙ্গায় রাজধানী-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বলি হতে হয়েছিল শিশু সম্প্রদায়ের বহু মানুষকে। 'ইন্ডিয়া' জোটের সভার জন্য কংগ্রেসের তরফে সেই দিনটি বেছে নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। প্রসঙ্গত,



রবিবার দুপুরে বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণ সিংয়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পাটনায় গিয়েছিলেন খাড়াগে। যখন তিনি বক্তৃতা করছেন, সেই সময় এক ব্যক্তি বলেন, 'অদর্শে বিদ্রোহ না হলে মোদিকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না।' দৃষ্টান্ত কথটা পুরোটা খাড়াগের কান পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কংগ্রেস সভাপতি শুনতে পান, 'মোদি কোথাও যাবেন না।' তাতেই খানিকটা রেগে উঠে আপত্তিকর মন্তব্য করে বলেন খাড়াগে। বলেন, 'তমোদির বাপকেও যেতে হবে দাখাড়াগের এই মন্তব্যের পরই দেশজুড়ে প্রতিবাদে নামে বিজেপি। এবার পাল্টা জবাবও দিল গেরুয়া শিবির।





২৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬



নয়া জামানা

অল্প ব্যথায় মুড়ি-মুড়কির মতো পেনকিলার ? মারাত্মক বিপদে পড়তে পারে কিডনি, কেন্দ্র জারি করল কড়া সতর্কতা



অনুষ্ঠাপ রায় বর্মণ : সামান্য গা-হাত-পা ব্যথা কিংবা হালকা জ্বর, ডাক্তারদের পরামর্শ না নিয়েই দোকান থেকে পেনকিলার বা অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু এই অভ্যাসই ডেকে আনছে মারাত্মক বিপদ। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বা যথেষ্টভাবে ব্যথানাশক ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে হু হু করে বাড়ছে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের ঝুঁকি। এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে কড়া সতর্কতা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। গত ২১ সেপ্টেম্বর ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ড. রাজীব সিং রঘুবংশীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস এবং অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের যথেষ্ট ব্যবহার মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এর ফলে কিডনি অকেজো হয়ে পড়ার পাশাপাশি ওষুধ প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া বা ‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স’-এর আশঙ্কাও আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ মানুষ, চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জন্য একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রতি নির্দেশে বলা হয়েছে, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজের মনমতো বা ঘন ঘন পেনকিলার এবং অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া একেবারেই বন্ধ করতে হবে। সাধারণ ভাইরাল ইনফেকশন বা ছোটখাটো সমস্যায় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া অনুচিত। পুরনো বা

অন্যের জন্য নির্ধারিত অ্যান্টিবায়োটিক শেয়ার করে খাওয়া যাবে না এবং যাদের আগে থেকেই কিডনির সমস্যা রয়েছে, তাদের ব্যথানাশক ব্যবহারের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ফার্মাসিস্ট ও বিক্রেতাদের জন্য কড়া বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, ‘ড্রাগস অ্যান্ড কমমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০’ এবং ‘ড্রাগস রুলস, ১৯৪৫’-এর শিডিউল এইচ ও এইচ ১-এর অধীনে থাকা ওষুধগুলি প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি করা সম্পূর্ণ বেআইনি। ওষুধের দোকানদাররা যাতে কোনওভাবেই চিকিৎসকের লিখিত পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ওষুধগুলি ওভার-দ্য-কাউন্টার হিসেবে বিক্রি না করেন, তা সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। চিকিৎসক ও হাসপাতালের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে ডাক্তারদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন ছাড়া বা মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে এই ধরনের ওষুধ না লিখতে। রোগীর বয়স, কিডনির অবস্থা এবং অন্যান্য শারীরিক জটিলতা বিচার করে সর্বনিম্ন কার্যকর মাত্রায় এবং সংক্ষিপ্ততম সময়ের জন্য ব্যথানাশক প্রেসক্রাইব করতে বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সামান্য স্বস্তির জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া এই কুঅভ্যাস দীর্ঘমেয়াদে কিডনি বিকল করে দিতে পারে। কেন্দ্রের এই সার্কুলার স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ক্ষেত্রকে আরও দায়িত্বশীল হতে বাধ্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠাপ রায় বর্মণ : সামান্য গা-হাত-পা ব্যথা কিংবা হালকা জ্বর, ডাক্তারদের পরামর্শ না নিয়েই দোকান থেকে পেনকিলার বা অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু এই অভ্যাসই ডেকে আনছে মারাত্মক বিপদ। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বা যথেষ্টভাবে ব্যথানাশক ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে হু হু করে বাড়ছে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের ঝুঁকি। এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে কড়া সতর্কতা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। গত ২১ সেপ্টেম্বর ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ড. রাজীব সিং রঘুবংশীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস এবং অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের যথেষ্ট ব্যবহার মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।



২৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

‘কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটে মানুষ বিজেপির সঙ্গেই থাকবে’, বিরোধীদের তোপ শুভেন্দুর

সাধারণ মানুষের রাজ্যের শাসকদল বিজেপি ও এই সরকারের উপর সম্পূর্ণ ভরসা আছে। আগামী কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা ভোটে মানুষ বিজেপির সঙ্গেই থাকবে। আর বিরোধীরা সন্ধ্যাবেলার টক শো ও সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকবে। শনিবার হাওড়ায় চোরবাগানের ঘটনায় মৃত বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি। একই সঙ্গে বিরোধীদের আক্রমণ করে তিনি বলেন, “একদিনে এক বছরে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো ৩৪ বছরের নাস্তিক কমিউনিস্ট আর ১৫ বছরের জামাতি তৃণমূলের রাজত্বকে তো আর আমি চেন্ত্র করতে পারবো না, সময় লাগবে।” এদিন সালকিয়ায় এসে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সাংবাদিকদের বলেন, “মানুষের আমাদের উপর ভরসা আছে সেটা আপনারা ফলতা, রেজিনগর নন্দীধামে দেখতে পেয়েছেন। আগামীদিনে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভা ভোটেও দেখবেন মানুষ কার সঙ্গে আছেন। আপনারদের ওই সন্ধ্যাবেলার টক শো ও সোশ্যাল মিডিয়াতে ওরা থাকুক আমরা রাস্তায় আছি।” এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, “প্রত্যেকটা জায়গায় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন। আমি যদিও স্বাগত বা ইত্যাদিতে এই শোকের মধ্যে অভ্যস্ত নই। কিন্তু মানুষ রাস্তায় দাঁড়াচ্ছেন। নমস্কার, প্রতি নমস্কার করতে হচ্ছে। এই রাস্তাতেও কম



লোক নেই। আপনারা আমার সঙ্গে যদি যান তাহলে এই রাস্তাতেও দু’দিকে যা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আনা লোক তো নয়, সংগঠিত করা লোক নয়, বিরিয়ানির প্যাকেট দিয়ে কোনও লোককে আনা হয়নি। এমনি মানুষের স্বতন্ত্রতা আছে মানুষের এই সরকারের উপর ভরসা আছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি গাড়ি থেকে নেমে একটি বাইকে চেপে সালকিয়ায় বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যান। বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই, জেলাশাসক পি দীপাপ প্রিয়া, পুর কমিশনার তেজস্বী রানা সহ হাওড়া জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্মচারী। মুখ্যমন্ত্রী বিকাশবাবুর পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে কালীপুজোতে সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি আরেকটা মিটিং ২৮ তারিখ বিকেলবেলা ৪টায় সময় করব। আগামী পুজো সংক্রান্ত এবং বিশেষ করে দেওয়ালি, কালীপুজোয় আতসবাজি সংক্রান্ত। পরিবেশ দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে একটা গাইড লাইন করব। চেষ্টা করব সরকারের

যে দায়িত্ব সেটা পালন করার।” এদিন ফের একবার চোরবাগান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “চোরবাগানে ৩ মাসের মধ্যে সিট রিপোর্ট দেবে। চোরবাগানের ঘটনার পরে দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে যে সাবধানতা নেওয়া হয়েছিলো অতিরিক্ত কলকাতা -সহ তাতে আমাদের একটাও দুর্ঘটনা গোটা রাজ্যে হয়নি। গোটা রাজ্যে এবারে মোট পুজোর সংখ্যা ছিলো ৬৬ হাজার। তার মধ্যে ৫৮ হাজার পুজোকে সরকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা করেছে। বাকি পুজোগুলো তারা অর্থনৈতিক সহযোগিতা নেননি আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে। ৬৬ হাজার পুজেই খুব সুন্দর করে হয়েছে এবং ঘটনাবিহীন ভাবে হয়েছে। রাজ্যটা তো খুব বড়। একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে নয়, অতএব লক্ষ লক্ষ পূর্ণার্থী, দর্শক, ভক্ত সব জায়গাতেই নেমেছিল। প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। পুলিশের সংখ্যা খুব কম সেটাও আপনারা জানেন।” এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “পশ্চিমবঙ্গে ৪৬ হাজার পুলিশ কম রয়েছে রাজ্য পুলিশে।

২২ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর পদ্ম প্রার্থী! নাম নিয়ে চলছে জোর চর্চা

নাগরিক চাহিদা দ্রুত মিটিয়ে পানীয় জল, নিকাশি, রাস্তা ও আলোর মত দৈনন্দিন পৌর পরিষেবা চটজলদি পৌঁছে দিতে কিছু ‘দাগহীন অথচ অভিজ্ঞ প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরকে দলে নিয়ে পুরভোটে টিকিট দেওয়ার পথে হাঁটছে রাজ্য বিজেপি। ইতিমধ্যে উত্তরের ৭জন, দক্ষিণ কলকাতার ১২ জন এবং যাদবপুর টালিগঞ্জের ৩ জনকে প্রাথমিকভাবে শর্টলিস্ট করা হয়েছে। স্থানীয়স্তরে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও পৌর পরিষেবা দেওয়ার সুনামের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সম্ভাব্য টিকিট প্রাপক এই ২২ জনের মধ্যে বিদ্যায়ী বোর্ডের অন্তত চারজন প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ও তিনজন বরো চেয়ারম্যান আছেন বলে বিদ্রোহী তৃণমূল শিবির সূত্রে খবর। বিদ্রোহী তৃণমূল সূত্রে দাবি, এই সংখ্যাটি ৩০ হতে পারে।



উল্টোদিকে মমতা-তৃণমূল সঙ্গে থাকা প্রাক্তন কাউন্সিলররা ছাড়াও এক ঝাঁক নতুন মুখকে এবার প্রার্থী করছে। স্বপন সমাদ্দার, তপন দাশগুপ্ত, অনিতা কর মজুমদারের পুরানো মুখ যেমন প্রার্থী হচ্ছেন, তেমনই ছাত্র, যুব ও আইটি সেল থেকে অনেকেই টিকিট পাবেন। রাজ্য বিজেপির শীর্ষমহল থেকে বার্তা এলেও কাউকেই অবশ্য নিশ্চিত পদ্ম প্রতীকে প্রার্থী করা হচ্ছে বলে রবিবার পর্যন্ত সরাসরি কথা শুরু হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সবুজ সংকেত পেলে তবেই এই চিহ্নিত কাউন্সিলরদের রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তরে ডেকে পাঠানো হবে। যদিও দলের নিচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ সামাল দিতে এবং মনোভাব আঁচ করেই রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বারে বারে জানিয়ে দিচ্ছেন, পুরভোটে তৃণমূলের কাউকে টিকিট দেওয়া হবে না। কলকাতা পুরনির্বাচন নিয়ে বিজেপির নির্বাচনী কমিটির অন্যতম সদস্য বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারিও এদিন জানিয়েছেন, অঙ্গের প্রার্থী বাছাইয়ে বিজেপির পুরানো কর্মীদের ১০০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে আমরা একাই জিতেছি, পুরভোটেও তৃণমূলের কাউকে না নিয়েই বিজেপি ২০০ কাছাকাছি আসন জিতবে কলকাতায়। তবে বিজেপির টিকিটের চাহিদা

এবার আকাশ ছোঁয়া। ইতিমধ্যে শুধু কলকাতার ২০৯ ওয়ার্ডের জন্য প্রায় তিন হাজার বায়োডাটা জমা পড়েছে। বিজেপি উপলব্ধি করেছে, রাজ্য সরকার আর কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর। বিদ্রোহী তৃণমূল সূত্রে দাবি, এই সংখ্যাটি ৩০ হতে পারে। উল্টোদিকে মমতা-তৃণমূল সঙ্গে থাকা প্রাক্তন কাউন্সিলররা ছাড়াও এক ঝাঁক নতুন মুখকে এবার প্রার্থী করছে। স্বপন সমাদ্দার, তপন দাশগুপ্ত, অনিতা কর মজুমদারের পুরানো মুখ যেমন প্রার্থী হচ্ছেন, তেমনই ছাত্র, যুব ও আইটি সেল থেকে অনেকেই টিকিট পাবেন। রাজ্য বিজেপির শীর্ষমহল থেকে বার্তা এলেও কাউকেই অবশ্য নিশ্চিত পদ্ম প্রতীকে প্রার্থী করা হচ্ছে বলে রবিবার পর্যন্ত সরাসরি কথা শুরু হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সবুজ সংকেত পেলে তবেই এই চিহ্নিত কাউন্সিলরদের রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তরে ডেকে পাঠানো হবে। যদিও দলের নিচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ সামাল দিতে এবং মনোভাব আঁচ করেই রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বারে বারে জানিয়ে দিচ্ছেন, পুরভোটে তৃণমূলের কাউকে টিকিট দেওয়া হবে না। কলকাতা পুরনির্বাচন নিয়ে বিজেপির নির্বাচনী কমিটির অন্যতম সদস্য বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারিও এদিন জানিয়েছেন, অঙ্গের প্রার্থী বাছাইয়ে বিজেপির পুরানো কর্মীদের ১০০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে আমরা একাই জিতেছি, পুরভোটেও তৃণমূলের কাউকে না নিয়েই বিজেপি ২০০ কাছাকাছি আসন জিতবে কলকাতায়। তবে বিজেপির টিকিটের চাহিদা

কথাও বলছেন না। এখানেই শেষ নয়, কলকাতায় এতদিন নিচতলায় অবাঙালীরা প্রকাশে বেশি সংখ্যায় বিজেপি করতেন, কিন্তু ৪ মে ফল প্রকাশের পর বাঙালিদের একটা বড় অংশ রাস্তায় নেমে মোদী-শাহ এর জয়গান করছেন। বস্তুত এই কারণে, কলকাতা পুরভোটে আরও বেশি করে বঙ্গভাবীকে দলীয় টিকিট দিতে চাইছে। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরদের পদ্ম প্রতীকে প্রার্থী করলে এক টিলে দুই পাখি মারা যাবে। বস্তুত সেই কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত ইতিমধ্যে বলেছেন, প্রার্থী করার মানদণ্ড হিসাবে ওয়ার্ডে যিনি বেশি ভোটে জিতবেন তাকেই গুরুত্ব দেওয়া হবে। তিন বিদ্রোহী সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাল্লা রায় ও সায়নী ঘোষের মারফত আগেই ৪৪ জনের নাম নবান্নে জমা পড়েছে। এনসিপিআই প্রার্থী তালিকা বলে জমা পড়লেও এদের একটা বড় অংশ স্বতন্ত্র শিবিরের প্রাক্তন কাউন্সিলর। ২২ জন নিউটাউনের হোটোলে স্বতন্ত্র-তৃণমূলের যে বৈঠক হয়েছিল সেখানে এরা অনেকেই হাজির ছিলেন।

কিন্তু পরে পরিস্থিতি বুঝে এরা অনেকেই গণতান্ত্রিক তৃণমূল ছেড়ে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিয়ে পদ্ম প্রতীকে প্রার্থী হওয়ার মরিয়া চেষ্টা করছেন। যদিও ২০০০ সালে প্রথমবার নির্দল প্রার্থী হয়ে কাউন্সিলর হওয়া দেবশীষ কুমার পুরভোটে লড়বেন বলে বুথ পর্যায়ের পাড়া বৈঠক সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। ভবানীপুরের এক প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ও বরো চেয়ারম্যান গাড়ি এবং গেরুয়া পোশাক প্রস্তুত করে রেখেছেন, ডাকলেই বিজেপি অফিসে চলে যাবেন।

রোগী মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে উত্তেজনা।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক নাবালকের মৃত্যুর ঘটনায় উঠল চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ। এই ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে রোগীর পরিবারের সদস্যদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পুলিশের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। পালাটা লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, ভুল

ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরেই মৃত্যু হয় নাবালকের। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা দেহ নিয়ে যাবেন না বলে জানিয়ে দেন। রবিবার লক্ষ্মী পুজোর সকালে পেটে ব্যথা নিয়ে কলকাতা মেডিক্যালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয় এক নাবালককে। তার নাম পবন যাদব। বয়স মাত্র ১১ বছর। সে হাওড়ার আম্ভুলের বাসিন্দা। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় মামার কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, ভুল

১০টা নাগাদ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাকে। পরিবারের দাবি, সেখানে জুনিয়র চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করছিলেন। পবনকে পরপর দুটি ইঞ্জেকশন দেন তাঁরা। দ্বিতীয় ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরেই মৃত্যু হয় পবনের। অভিযোগ, ভুল ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে নাবালককে। পরিবারের আরও অভিযোগ, মৃত্যুর পরেও ছেলের দেহ দেখতে দেওয়া হয়নি পরিবারকে।

লক্ষ্মীপুজোর পর সাত দিনের মধ্যে মণ্ডপ সরাতেই হবে, কড়া বার্তা পুরসভার

কলকাতায় দুর্গাপুজোর রেশ কাটতেই মণ্ডপ খোলার কাজ নিয়ে পুজো কমিটিগুলিকে সময়সীমা বেঁধে দিল কলকাতা পুরসভা। লক্ষ্মীপুজোর পর সাত দিনের মধ্যে রাস্তা থেকে মণ্ডপ তৈরির কাঠামো, বাঁশ, ডেকোরেশনের সরঞ্জাম-সহ সমস্ত উপকরণ সরিয়ে ফেলতে হবে। সময় পেরিয়ে গেলেও রাস্তা দখল করে সামগ্রী পড়ে থাকলে তা বাজেয়াপ্ত করার ঈশিয়ারিও দিয়েছে পুরসভা। পুরসভার এই নির্দেশের পিছনে মূল লক্ষ্য রাস্তা দ্রুত স্বাভাবিক করা। পুজোর মণ্ডপ তৈরির সময় রাস্তার ক্ষতি, পেরেক পড়ে থাকা কিংবা নির্মাণসামগ্রী ছড়িয়ে থাকার কারণে পথচারী ও যানবাহনের সমস্যা হয়। তাই এ বার মণ্ডপ খোলার কাজেও নজরদারি চালাবে পুরসভা। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা কোন কোন এলাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে

কাজ শেষ হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখবেন। তবে পুরসভার সময়সীমা নিয়ে আপত্তি নেই শহরের পুজো উদ্যোক্তাদের। তাঁদের একাংশের বক্তব্য, প্রতিমা বিসর্জনের পরেও অনেক পুজো কমিটিতে লক্ষ্মীপুজো হয়। ফলে বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই মণ্ডপ ভাঙার কাজ পুরোপুরি শেষ করা সম্ভব হয় না। লক্ষ্মীপুজো মিটলেই দ্রুত সেই কাজ শুরু হবে। ত্রিধারা পুজো কমিটির কর্তা লাল্টু মুখোপাধ্যায় বলেন, আমাদের মণ্ডপের মডেল-সহ বেশ কিছু সামগ্রী কালীপুজো এবং চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় ব্যবহার করা হবে। যাঁরা মণ্ডপ তৈরি করেছিলেন, তাঁরাই ইতিমধ্যে সরানোর কাজ শুরু করেছেন। আশা করছি, সাত দিনের মধ্যেই সব সরানো সম্ভব হবে। মুদিয়ালি ক্লাবের উদ্যোক্তা মনোজ শাহ বলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে

মণ্ডপ খুলে রাস্তার গর্ত মেরামত করে দেওয়া হবে। রাস্তায় পড়ে থাকা পেরেকও তুলে ফেলা হবে। উত্তর কলকাতার টালা প্রত্যয়ের শমীক সাহা জানান, ২৪ অক্টোবর তাঁদের প্রতিমা বিসর্জন হবে। তার আগেই মণ্ডপের বেশ কিছু অংশ খুলে ফেলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি সরঞ্জামও সরিয়ে ফেলা হবে। তবে নতুন করে দুর্ঘটনার পূর্বাভাস চিন্তা বাড়িয়েছে উদ্যোক্তাদের। প্রবল বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে মণ্ডপ খোলার কাজ পিছাতে পারে। পুরসভার রাস্তা বিভাগের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঋতুপ্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সামগ্রী সরাতেই হবে। না হলে ডেকোরেশনের ফলে যাওয়া জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হবে।



সম্পাদকীয়

২৬ অক্টোবর ২০২৬ ১১ সোমবার

রেখায় রয়ে
গেলেন যোগেন

একটি রেখা কখনও শুধু রেখা নয়। কখনও তা হয়ে ওঠে সময়ের সাক্ষ্য, কখনও মানুষের যন্ত্রণা, কখনও ইতিহাসের ক্ষত। সেই রেখাকেই জীবনের দীর্ঘ শিল্পযাত্রায় এমন এক শক্তিশালী ভাষায় পরিণত করেছিলেন যোগেন চৌধুরী যা ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলায় তাঁকে স্বতন্ত্র এক উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর প্রয়াণে তাই শুধু একজন শিল্পীর মৃত্যু হল না শেষ হল আধুনিক ভারতীয় শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৮৭ বছর বয়সে কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন যোগেন চৌধুরী। দীর্ঘ ১৪ মাস ধরে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন তিনি। সস্ত্রি মুন্নাতির সংক্রমণও ধরা পড়েছিল শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ষষ্ঠীর দিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে হার মানলেন শিল্পী। কিন্তু যে শিল্পজগৎ তিনি নির্মাণ করে গিয়েছেন সেখানে পরাজয় বলে কিছু নেই সেখানে তিনি আজও তাঁর রেখায়, রঙে, মানুষের মুখে এবং অসংখ্য অসমাপ্ত প্রক্ষেপে জীবন্ত।

যোগেন চৌধুরীর শিল্পকে বুঝতে গেলে ফিরে তাকাতে হয় ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায়ের দিকে যার নাম দেশভাগ। অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরের দহরপাড়া গ্রামে ১৯৩৯ সালে জন্ম। দেশভাগের অভিযাত, উদ্বাস্তু জীবনের অনিশ্চয়তা, মানুষের অসহায়তা এই অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর শিল্পসত্তার গভীরে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। তাঁর ক্যান্সাসে তাই মানুষ কখনও নিছক মানুষ নয়। ফোলা মুখ, বিকৃত শরীর, অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি কিংবা ভাঙাচোরা অবয়বের ভিতর দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের ভিতরের ভয়, যন্ত্রণা, লজ্জা, ক্ষোভ ও অসহায়তাকে।

এখানেই যোগেন চৌধুরী অন্য অনেক শিল্পীর থেকে আলাদা। তিনি সৌন্দর্যকে শুধু সুন্দর মুখ বা নিখুঁত শরীরের মধ্যে খুঁজে নেননি। বরং অসুন্দর, বিকৃত এবং অস্বস্তিকর বাস্তবতার মধ্যেও তিনি খুঁজে পেয়েছেন শিল্পের সত্য। তাঁর ছবির মানুষ কখনও সমাজের নিপীড়িত, কখনও ক্ষমতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় নাগরিক, কখনও আবার নিজের শরীর ও অস্তিত্বের সঙ্গেই লড়াই করা এক মানুষ। কালি, প্যাস্টেল ও জলরঙ তাঁর হাতে পেয়েছিল এক অদ্বিতীয় ব্যঞ্জনা। তাঁর রেখা কখনও কোমল, কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও যেন শরীরকে জড়িয়ে ধরে, আবার কখনও সেই শরীরকেই ভেঙে দেয়। জটিল রেখার বুননে তিনি তৈরি করেছিলেন এমন এক নিজস্ব ভাষা যার সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। নারী, দম্পতি, গণেশ কিংবা মানুষের বিকৃত শরীর বারবার ফিরে আসা এই বিষয়গুলির মধ্যেও তিনি খুঁজেছেন সমাজ ও অস্তিত্বের গভীরতর অর্থ। কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৬০ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিসে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। ইউরোপীয় শিল্পশিক্ষা তাঁকে নিজের শিক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। বরং প্যারিসের অভিজ্ঞতা এবং বাংলার মাটি, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের স্মৃতি দুইয়ের মিলনেই তৈরি হয়েছিল তাঁর অনন্য শিল্পভাষা। শিল্পী যোগেন চৌধুরীর আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সমাজসচেতনতা। ক্ষমতার কদরতা, সামাজিক অসাম্য, রাজনৈতিক ভণ্ডামি কিংবা মানুষের দৈনন্দিন টানাপড়েন কিছুই তাঁর শিল্পের বাইরে ছিল না। তাঁর ব্যঙ্গ কখনও উচ্চকণ্ঠ নয় কিন্তু সেই নীরব ব্যঙ্গের ভিতরেই লুকিয়ে থাকত তাঁর প্রতিবাদ। তাঁর ক্যানভাস যেন প্রশ্ন করত সভ্যতার এত আয়োজনের মধ্যেও মানুষ কেন এত অসহায়? উন্নতির এত দাবির পরেও মানুষের শরীর ও মন কেন এত ক্ষতবিক্ষত? শিল্পের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ভবনের কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যাপনা করেন এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রধানের দায়িত্বও সামলান। পদ্মভূষণ-সহ একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। ললিতকলা একাডেমির স্বীকৃতি পেয়েছেন, সম্মান এসেছে ফ্রান্স থেকেও। ২০১৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদও নির্বাচিত হয়েছিলেন যোগেন চৌধুরী। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় কখনও তাঁর শিল্পী পরিচয়কে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। কারণ তাঁর প্রকৃত রাজনৈতিক ভাষা ছিল তাঁর ক্যানভাস। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, সমাজের অসঙ্গতিক দেখানোর এবং সময়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোর যে সাহস তাঁর শিল্পে ছিল সেটিই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ও
সমাজকর্মী ভগিনী নিবেদিতা
এম এ নাসের

অ্যাংলো-আইরিশ বংশোদ্ভূত সমাজকর্মী, লেখিকা, শিক্ষিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা আয়ারল্যান্ডের আলস্টারে ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর জন্ম, পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোব্ল, মাতা ইসাবেল নো, পারিবারিক নাম মিস্ মার্গারেট নোব্ল। ১৮৮৪ সালে হ্যালিফাক্স স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আয়ারল্যান্ডের পার্নেল ও রাশিয়ার প্রিন্স ক্রপটাকিন বিপ্লবীদের কর্মসূচ্যে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। মার্গারেট ১৮৯০ সালে পূর্ব প্রায়নিীকে বিবাহ করেন। ১৮৯২ সালে রাস্কিন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এহেন সময় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ১৮৯৫ সালের ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এক আলোচনা সভায় বিবেকানন্দের দর্শন ও অমূল্য বাণী শ্রবণ করে মুগ্ধ হন। ১৮৯৮ সালে তিনি স্বামীজির অনুরোধে ভারত সফর করেন। ২৮ জানুয়ারি '১৮৯৮ সালে কলকাতায় চলে আসেন। ২৫ মার্চ '১৮৯৮ সালে স্বামীজি মার্গারেটকে শ্রীরামকৃষ্ণ মতবাদে শিক্ষানবিশ হিসেবে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করে লোকমাতা নিবেদিতা তথা ভগিনী নিবেদিতা নামে অভিহিত করেন। স্বয়ং নিবেদিতা ১৮৯৫-১৯০২ পর্যন্ত স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ "The Master as I saw Him" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর বিবেকানন্দের নির্দেশে বাগবাজার বোসপাড়া লেনে তিনি বালিকা বিদ্যালয় (বর্তমানে নিবেদিতা নামাঙ্কিত) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকা পাড়ি দেন। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি শেষ প্রান্তে লণ্ডন হতে রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এক জাহাজে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই বেলেড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের পরলোকে যাত্রার পর নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ মতবাদ পরিত্যাগ করেন। আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে তিনি ভারতের বৃটিশ বিরোধি আন্দোলনে সংযুক্ত হন। ১৯০৪ সালে The Web of Indian Life গ্রন্থে Islam in India নামক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তিনি



গয়া সফর করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের তিনি প্রতিবাদ করেন। ৭ আগস্ট ১৯০৫ সালে বিদেশি পণ্য বর্জনের বয়কট সভা হল। ১৯০৬ সালে মার্চ মাসে নিবেদিতার বাড়িতে বারীন্দ্রকুমার ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তরের সকল পরিকল্পনা স্থির করে প্রথম সংখ্যা লেখে ন। ১৯০৭ সালে কুমিল্লা ও জামালপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে কাজ করেন। ১৯০৮ সালের অক্টোবরে তিনি আয়ারল্যান্ডে একমাস অতিবাহিতের পর আমেরিকা গমন করেন। ১৯০৯ সালের ১ জুলাই কার্জন উইলি হত্যা হয়। তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯১০ সালের ২৪ ডিসেম্বর আলিপুর বোমা মামলায় গোয়েন্দা প্রধান আলম খুন হন। ১৯১১ সালের জানুয়ারি মাসে নিবেদিতা মিসেস ওলেবুল মৃত্যুশয্যায় পতিত হয়েছেন

সংবাদে আমেরিকা যান।

গ্রন্থাবলি---

দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ (এই বইতে নিবেদিতা ভারতীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতি সম্পর্কে পাশ্চাত্যে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেন), মাতুরপা কালী, স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি, স্বামীজির সহিত হিমালয়ে, ফ্রেডল টেলস অফ হিন্দুইজম, স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইন্টার্ন হোম, সিভিল আইডিয়াল অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিটি, হিন্টস অন ন্যাশনাল এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, গ্লিম্পসেস অফ ফেমিন অ্যান্ড ফ্লাড ইন ইস্ট বেঙ্গল - ১৯০৬, মাতুরপা কালী সোয়ান সোনেরচেনইন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯০০, দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ ডব্লিউ হেইনমান ১৯০৪, ফ্রেডল টেলস অফ হিন্দুইজম লংম্যান ১৯০৭, অ্যান ইন্ডিয়ান স্টাডি অফ ল্যাভ অ্যান্ড ডেথ লংম্যান, গ্রিন অ্যান্ড কোম্পানি, স্বামীজিকে যেরূপ দেখি

য়াছি ১৯১০, সিলেক্ট এসেজ অফ সিস্টার নিবেদিতা গণেশ অ্যান্ড কোং ১৯১১, স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইন্টার্ন হোম লংম্যান, গ্রিন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯১৩, মিথস অফ হিন্দুজ অ্যান্ড বুদ্ধিস্টস লন্ডন জর্জ জি হারাপ অ্যান্ড কোং, ১৯১৩, স্বামীজির সহিত হিমালয়ে ১৯১৩, ফুটফলস অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি লংম্যান, গ্রিন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯১৫, রিলিজিয়ন অ্যান্ড ধর্ম, লংম্যান, গ্রিন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯১৫, সিভিক অ্যান্ড ন্যাশনাল আইডিয়ালস। উদ্বোধন কার্যালয়। ১৯২৯,

১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে দ্য মডার্ন রিভিউ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত দ্য এনশিয়েন্ট অ্যাবে অফ অজস্তা বইটি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার লালমাটি প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

ইংরেজি রচনাবলি--

প্রথম খণ্ড দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম; নোটস ফ্রম সাম ওয়াভারিং; কেন্দারনাথ অ্যান্ড বদ্রনারায়ণ; কালী দ্য মাদার, দ্বিতীয় খণ্ড দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ; অ্যান ইন্ডিয়ান স্টাডি অফ ল্যাভ অ্যান্ড ডেথ; স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইন্টার্ন হোম; লেকচারস অ্যান্ড আর্টিকল।

তৃতীয় খণ্ড ইন্ডিয়ান আর্ট; ফ্রেডল টেলস অফ হিন্দুইজম; রিলিজিয়ন অ্যান্ড ধর্ম; অ্যাথ্রেসিস হিন্দুইজম।

চতুর্থ খণ্ড ফুটফলস অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি; সিভিক আইডিয়াল অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিটি; হিন্টস অন ন্যাশনাল এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া; ল্যান্ডস অ্যাম ওলভস। পঞ্চম খণ্ড অন এডুকেশন; অন হিন্দু লাইফ, থট অ্যান্ড রিলিজিয়ন; অন পলিটিক্যাল, ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল প্রবলেমস; বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচেস অ্যান্ড রিভিউ প্রভৃতি। ১৯১১ সালের ১ অক্টোবর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর উপরোধে দার্জিলিং যাত্রা করে জুরে আক্রান্ত হন। দুইদিন ডা. নীলরতন সরকার ভগিনীকে দেখলেন। অবশেষে ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর অতি সকালে দার্জিলিংয়ের রায় ভিলায় বিশিষ্ট সমাজকর্মী, লেখিকা, মানবতাবাদী, দার্শনিক ভাবধারার ব্যক্তিত্ব ভগিনী নিবেদিতা মৃত্যুবরণ করেন।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'দেশপ্রাণ' বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এক অবিস্মরণীয় ও আপসহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের নাম। বাংলার রাজনৈতিক আকাশে তিনি এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো উদ্ভাসিত ছিলেন যিনি তাঁর অসামান্য সাহসিকতা, আইনি মেধা এবং জনসেবার মাধ্যমে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন। ১৮৮১ সালের ২৬ অক্টোবর বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার পটেশপুর থানার চাউল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও বর্ষিষ্ণু পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম বিশ্বম্ভর শাসমল এবং মাতার নাম ফোলেস্বরী দেবী। শৈশব ও কৈশোর থেকেই তিনি এক লড়াইকু মানসিকতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে বড় হয়ে ওঠেন। শিক্ষা জীবনে



বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। কাঁথির স্থানীয় স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি যুক্তরাজ্যে গমন করেন এবং ব্যারিস্টার ডিগ্রি অর্জন করে ১৯০৪ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ব্যারিস্টারি পেশায় তিনি অসামান্য সাফল্য ও বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন কিন্তু তাঁর প্রকৃত ক্ষেত্র ছিল দেশসেবা এবং সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা। বিলাসবহুল জীবনযাপনের পরিবর্তে তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নেন। রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ ঘটেছিল মূলত স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে।



২৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

রায়গঞ্জে শুভেন্দু অধিকারী, প্রথম জেলা সফর ঘিরে সাজসাজ রব

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম উত্তর দিনাজপুর জেলা সফরে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ২৯ অক্টোবর তাঁর এই আগমনকে কেন্দ্র করে সমগ্র জেলা জুড়ে তীব্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্র অনুযায়ী, ওই দিন সকালে হেলিকপ্টারে রায়গঞ্জে পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সফরের শুরুতেই তিনি কর্ণজোড়া অভিটোরিয়ামে জেলার শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মীদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন। সেখান থেকে জেলার সার্বিক উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। বৈঠক শেষে তিন্তা আবাসন সংলগ্ন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি এবং সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে



উপভোক্তাদের হাতে বিভিন্ন পরিষেবা তুলে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সফর সফল করতে কর্ণজোড়া চত্বরে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। কর্ণজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাড নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সোমবার সভাস্থল পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসন ও পুলিশের

শীর্ষ আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল, হেমতাবাদের বিধায়ক হরিপদ বর্মন এবং জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। সাংসদ জানান, জেলার মানুষের দুঃখ-কষ্টের খবর মুখ্যমন্ত্রী ভালো করেই জানেন, ফলে এই সফর ঘিরে জেলাবাসীর মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

মাত্র ৭৫০ মিটারে গঙ্গা-ফুলহার! মালদায় চরম বিপদের মুখে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ

তন্ময় কুমার মিশ্র, নয়া জামানা, মালদা : গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভাঙনে মালদায় জাতীয় সড়ক ও রেলপথ চরম বিপদের মুখে পড়তে চলেছে। দুই নদীর দূরত্ব কমে কমে বর্তমানে মাত্র ৭৫০ মিটারে এসে ঠেকেছে, যা নিয়ে মালদা সফরে এসে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডকে একসঙ্গে নিয়ে আন্তঃরাজ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের পথ খোঁজার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। নদী দু'টি মিশে গেলে ভূতনীর চর, রতুয়া এবং মানিকচকসহ বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনজীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান সংকটের স্থায়ী প্রতিকার এবং নদীপাড়ের মানুষের অধিকার রক্ষার্থে



মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আট দফা দাবি পেশ করেছে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি। কমিটির পক্ষ থেকে অবিলম্বে বিজ্ঞানসন্মত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, জিও-সিঙ্গেটিক টিউবের ব্যবহার, নদীগুলির ড্রেজিং এবং বর্বার আগেই সমস্ত প্রতিরোধমূলক কাজ শেষ করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, ভাঙনে সর্বস্বাস্ত

প্রায় ১২ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া, চরবাসীদের জমির আইনি অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং কালিচিনির বাইসধুরা ময়দানে এক বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে জেলা পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ইকোফ্রিয়ার' এবং 'দুর্গা বাহিনী' আলিপুরদুয়ার'।

ইসলামপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই আটটি পরিবার

মোহাম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর : ইসলামপুর থানার আগুনিমতিখুস্তি অঞ্চলের ভাস্করালি বুথের ভাগমোহা গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব হারাল আটটি গরিব পরিবার। সোমবার ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একের পর এক ঘরবাড়ি, মূল্যবান আসবাবপত্র, গৃহস্থালির সমস্ত সামগ্রী, গবাদি পশু এবং কষ্টের সঞ্চিত টাকা। হঠাৎ সর্বস্ব হারিয়ে মাথা গোঁজার ঠাইটুকুও না থাকায় চরম অনিশ্চয়তা ও দিশেহারা অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কীভাবে এই ভয়াবহ আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক অনুমান, এলাকার কোনো আবর্জনা ফেলার স্থান থেকে এই আগুন দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে



লেলিহান শিখা গ্রাস করায় পুরো এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে মোটর ও পাম্প সেট চালিয়ে আগুন নেভানোর আশ্রয় চেষ্টা চালান। পরবর্তীতে ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পাটাগড়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশও ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। এই

আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন বিজেপি নেতা বুদ্ধ মোহাম্মদ ও গৌরীশংকর ঠাকুর। শীতের মুখে মাথার ওপর ছাদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়া এই পরিবারগুলির দ্রুত পুনর্বাসন এবং সরকারি ও প্রশাসনিক সাহায্যের জোরালো দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে সামাজিক সচেতনতা শিবির

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার : সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুলিশ ও জনতার সুসম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কালচিনির বাইসধুরা ময়দানে এক বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে জেলা পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ইকোফ্রিয়ার' এবং 'দুর্গা বাহিনী' আলিপুরদুয়ার'।



সমগ্র অনুষ্ঠানটি সফলভাবে রূপায়ণে কালচিনি থানার মহিলা পুলিশ আধিকারিক সেলিনা তামাং বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পুলিশ ও

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। বাইসধুরা ময়দানে অনুষ্ঠিত এই সচেতনতা শিবিরে স্থানীয়

পুরুলিয়ায় প্রসূতি ওয়ার্ডে ঢুকে নার্সকে খুন ও ধর্ষণের হুমকি, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নয়া জামানা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়ার ছটমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসূতি মায়াদের কক্ষে জোর করে প্রবেশের চেষ্টা এবং বাধা দেওয়ায় এক নার্সকে খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত শেখ রাহামউদ্দিন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুরুলিয়া মফস্বল থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ অভিযুক্ত ব্যক্তি পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রসূতি ওয়ার্ডে ঢোকার চেষ্টা করেন। কর্তব্যরত নার্স নিয়ম মেনে বাধা দিলে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়।

এমনকি রাস্তাঘাটে দেখে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর ব্রক স্বাস্থ্য আধিকারিক মুণাল কান্তি রজক পুরুলিয়া মফস্বল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এবং পরবর্তীতে তাঁকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

NAYAN
নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপূজার
খুশিতে দ্বিগুণ আনন্দ,
ই-রিম্বায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিস্তিতে বাটারি
পাওয়া যায়

Nishal EV
by
Nayan Enterprise
ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER

Official Number
8927549704

Mr. Gupta
8016844492

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা

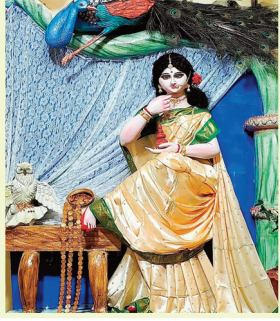


২৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

হাওড়ার তিন 'লক্ষ্মীর গ্রামে' কোজাগরী পুজোয় উপচে পড়া ভিড়, টেক্কা দিল দুর্গাপুজোকেও



খালনা মালঞ্চ লক্ষ্মী মাতা ক্লাব



খালনা আনন্দময়ী তরুণ সংঘ



খালনা কোহিনূর ক্লাব

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া : কোচাগরী লক্ষ্মীপুজোয় দর্শনার্থী সমাগমের নিরিখে নতুন নজির গড়ল হাওড়ার তিন লক্ষ্মীর গ্রাম; জয়পুর থানার খালনা, বাগানান থানার জোকা এবং রাজাপুর থানার কামিনা। এর মধ্যে খালনার পুজো সবচেয়ে প্রাচীন। অতীতে বন্যায় কৃষিকাজ নষ্ট হয়ে সর্বস্বান্ত কৃষিজীবী

মানুষ লক্ষ্মী আরাধনায় ব্রতী হন এবং পরবর্তীকালে স্বর্ণালংকার ও লোহার ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়ান। সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রামগুলিতে দুর্গোৎসবকে ছাপিয়ে লক্ষ্মীপুজোই প্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এখানে বড় বাজেটের থিমের পুজো হয়। খালনার মালঞ্চ লক্ষ্মী মাতা ক্লাব, বলাই স্মৃতি

লক্ষ্মী মন্দির, আনন্দময়ী তরুণ সংঘের পাশাপাশি জোকা ও কামিনার বিভিন্ন ক্লাবের বিশ্ব উন্নয়ন, মায়ানগরী, ধূপকাঠি ও দেশলাই কাঠির প্রতিমা এবং ঘোড়ায় টানা রথে মায়ের আগমন দর্শনার্থীদের নজর কেড়েছে। রবিবার দুপুর থেকেই এই তিন গ্রামে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে।

আগুন সর্বস্বান্ত করেছিল আগেই, এবার পুড়ে যাওয়া বাড়িতেই চুরি!

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি : সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা ময়নাগুড়ির পরিবার।

ময়নাগুড়ির দক্ষিণ মাধবডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা ঋষিকেশ শর্মার জীবনে নেমে এসেছে একের পর এক বিপর্যয়। কিছুদিন আগেই অগ্নিকাণ্ডে তাঁর বাড়ি এবং সমস্ত আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে

গিয়েছিল। সেই ক্ষত কাটিয়ে ওঠার আগেই শুক্রবার রাতে তাঁর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ভাণ্ডানী পুজোর মেলায় পরিবার নিয়ে গিয়েছিলেন ঋষিকেশবাবু। সেই সুযোগে ঘরের দরজা ভেঙে দলুতারা ভেতরে ঢুকে পড়ে। ঘর থেকে নগদ ৭৫ হাজার টাকা, স্ত্রীর সোনার দুলা, বাচ্চাদের আংটি এবং কিছু রূপার

অলংকার লুট করে চম্পট দেয় তারা। বাড়ি সংস্কারের জন্য দিদি ও জামাইবাবুর দেওয়া টাকা এবং নিজের জমানো সঞ্চয়টুকুও চুরি যাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার পর ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রঘুনাথগঞ্জে টালির ঘর তৈরির সময় মর্মান্তিক মৃত্যু ঘরামির, শোকের ছায়া এলাকায়

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ : রঘুনাথগঞ্জের মিয়াপুর দেউলী এলাকায় সোমবার দুপুরে একটি টালির ঘর তৈরির কাজ করার সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ঘরামি। মৃত ব্যক্তির নাম দুঃখ মণ্ডল (৬২)। তিনি দেউলী এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ওই এলাকায় একটি টালির ঘর

তৈরির কাজ করছিলেন দুঃখবাবু। বাঁশ দিয়ে ছাদ বা কাঠামোর কাজ চলার সময় আচমকাই তিনি উপর থেকে নিচে পড়ে যান। এই মারাত্মক পতনের ফলে তিনি গুরুতর চোট পান। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং তাঁকে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত জঙ্গিপুর্ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি; চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর

ছড়িয়ে পড়তেই মৃতের পরিবারে কান্নার রোল পড়ে যায়। স্বজন হারানোর বেদনায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর্ মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঠিক কী কারণে বা কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কাজের সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব ছিল কি না, তা নিয়েও স্থানীয় মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

ক্লাবের দখল ঘিরে সংঘর্ষ, হাডোয়ায়

বসিরহাট : ক্লাবের দখল কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে বিবাদের জেরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বসিরহাটের হাডোয়া। সংঘর্ষে দুপক্ষের পাঁচ থেকে ছয়জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাদের উদ্ধার করে মিনারথী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এই ঘটনায় এক জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খ

বর ঘটনাটি হাডোয়া থানার অন্তর্গত কুলটি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাউগাছি এলাকার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার একটি ক্লাবের দখল নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদ থেকেই মঙ্গলবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ অভিযোগ, বচসা ক্রমে বাড়তে থাকলে দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। পরে তা ব্যাপক মারধরের আকার নেয়। সংঘর্ষের সময় মোটরবাইক ভাঙচুরেরও অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনায় দুপক্ষের বেশ কয়েক জন আহত হন। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য সংঘর্ষের কয়েকটি দৃশ্য মোবাইল ফোনে রেকর্ড হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সেই ভিডিও ঘিরে এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সূত্রপাত কী ভাবে, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি ঘটনার খবর পেয়ে হাডোয়া থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ইটভাটার মালিকের কাছে ৭০ লক্ষ টাকা দাবি, অভিযোগের তির দুই নেতার দিকে



বসিরহাট : হিঙ্গলগঞ্জে একটি ইটভাটার নতুন মালিকের কাছে ৭০ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপি নেতা দামোদর প্রামাণিক এবং তৃণমুলের উপপ্রধান ইকবাল আহমেদ মুকুলের নাম জড়িয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পরে ইটভাটার মালিকানা পরিবর্তন হয়। তার পরেই নতুন মালিককে ভয় দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হয়। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য জানা যায়নি অভিযোগকারীর দাবি, টাকা আদায়ের চেষ্টার পিছনে ইকবাল আহমেদ মুকুলের মাধ্যমে দামোদরের

মদত ছিল। কী কারণে এবং কোন পরিস্থিতিতে ওই টাকা চাওয়া হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি একাংশের দাবি, দামোদরকে ঘিরে এর আগেও তোলাবাজি এবং হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। হিঙ্গলগঞ্জে ভোটের ফল ঘোষণার পরবর্তী সময়ে অশান্তি ও তোলাবাজির কয়েকটি ঘটনাতো ও তাঁর ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগকারীদের দাবি। তবে সেই অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীন ভাবে যাচাই করা যায়নি ইটভাটার মালিকের কাছ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ সামনে আসায়

এলাকায় নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোরের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, কী ভাবে টাকা আদায়ের চেষ্টা হয়েছিল এবং অভিযোগের পিছনে কোনও বৃহত্তর যোগ রয়েছে কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। পাশাপাশি, অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও দাবি জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা-ও এই প্রতিবেদনে যুক্ত করা প্রয়োজন।

AQUATIC BENGAL
AQUATIC BENGAL

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত
দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং ছঠ পুজো উপলক্ষে

মালদা ওয়াটার পার্কে
ধামাকা অফার

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর
100/-
টাকা

5 বছরের উপর
200/-
টাকা

Follow Us:
www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322



২৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবনজেডা

নয়া জামানা

বঙ্গোপসাগরে ঘনাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’ অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে লাল সতর্কতা জারি

পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ দ্রুত শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। মৌসম ভবনের (আইএমডি) পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৬ অক্টোবর সকালের মধ্যেই এটি একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে। যার সম্ভাব্য নাম দেওয়া হয়েছে ‘অর্ণব’ (নামটি বাংলাদেশের দেওয়া, যার বাংলা অর্থ সমুদ্র)। এই দুর্ঘটনার আশঙ্কায় দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ উপকূলজুড়ে জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও তামিলনাড়ুতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রশাসন। মৌসম ভবনের ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, সিস্টেমটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে আরও তীব্র রূপ ধারণ করবে। ২৮ অক্টোবর সকালের দিকে অন্ধ্রপ্রদেশের বাপাটলা এবং বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী উপকূলবর্তী এলাকা দিয়ে এটি স্থলভাগে আছড়ে পড়ার (ল্যান্ডফল) প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, যা দমকা হাওয়ার আকারে সর্বোচ্চ ১৪০ কিলোমিটারে গিয়ে ঠেকতে পারে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে চেন্নাই, নাগাপাট্টিনম, কুদালোর, পান্থান ও তুতিকোরিন-সহ মোট ৯টি



বন্দরে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতামূলক সংকেত জারি করা হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই পুদুচেরি ও তামিলনাড়ুর একাধিক নিচু এলাকা জলমগ্ন। অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস থাকলেও ব্যাপক দুর্ঘটনার মুখে পড়তে চলেছে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি রাজ্যজুড়ে ‘জিরো ক্যাজুয়ালটি’ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের ময়াদানে নামার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ২৮ ও ২৯ অক্টোবর ওড়িশার পাঁচ জেলা; গঞ্জাম, গজপতি, রায়গড়া, কোরাপুট এবং মালকানগিরির সমস্ত স্কুল, কলেজ ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই জেলাগুলিতে ২০০

মিলিমিটারের বেশি অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি করেছে হাওয়া অফিস। বাতিল করা হয়েছে জেলাশাসক ও বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিকদের সমস্ত ছুটি। উদ্ধারকাজে গতি আনতে ওড়িশা সরকার ৬০টি ওড্রাফ, ১৭টি এনডিআরএফ এবং ২২৫টি অগ্নিনির্বাপক দল মোতায়েন করেছে। উপকূলের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ ও গর্ভবতী মহিলাদের দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং গভীর সমুদ্রে থাকা ট্রলারগুলিকে অবিলম্বে উপকূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাবা তুলে কটাক্ষ খাড়গের!

ভরা সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাবার উল্লেখ করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। রবিবার পাটনার এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলে বসেন, ‘মোদির বাপকেও যেতে হবে।’ বর্ষীয়ান নেতার মুখে এহেন মন্তব্য শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে বিজেপি। ওই সভায় আসা এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগও উঠেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণ সিংয়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পাটনায় গিয়েছিলেন খাড়গে। সেখানে তিনি বক্তব্য রাখছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি বলেন, দেশে বিদ্রোহ না হলে মোদি কোথাও যাবেন না। কিন্তু এই কথার পুরোটা খাড়গের কান পর্যন্ত পৌঁছানি। কংগ্রেস সভাপতি শ্রেফ শুনে পান, ‘মোদি কোথাও যাবেন না।’ তাতেই খানিকটা রেগে উঠে আপত্তিকর মন্তব্য করে বসেন খাড়গে। তিনবার একই কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। যে ব্যক্তির কথার প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য, সেই সন্তোষ কুমারকে সভাস্থল থেকে বের করে মারধরের অভিযোগও উঠেছে কংগ্রেস কর্মীদের



বিরুদ্ধে। খাড়গের মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই পাটনা তোপ দেগেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এজ্ঞ হ্যান্ডলে লেখেন, ‘ভদ্রতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছেন খাড়গে। তবে কংগ্রেস এর আগেও মোদিজির পরিবারের বিরুদ্ধে অপভাষা প্রয়োগ করেছে। তাঁর মাকে অপমান করেছে, তাঁর দারিদ্রকে কটাক্ষ করা হয়েছে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস প্রত্যেক দিনই শালীনতার সীমা অতিক্রম করছে।’ শাহর পাশাপাশি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারাও সুর

চড়িয়েছেন খাড়গের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, পাটনার সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে মুখ খুলেছেন খাড়গে। রাম মন্দিরে অনুদান চুরি নিয়ে বলেন, তত্ত্বাবধান রামের কাছে আমি বিনতি করি, তিনি যেন চোখ তুলে তাকান। তাঁর নাম ভাঙিয়ে যারা বহু সম্পদ লুট করেছে, তাদের প্রত্যেককে শাস্তি দিন ভগবান রাম। দ প্রথম থেকেই অযোধ্যা রাম মন্দিরে চুরির সঙ্গে বিজেপি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যোগ রয়েছে বলে দাবি করে এসেছে কংগ্রেস। রবিবার খাড়গে নাম না করলেও ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে খাড়গের নিশানায় বিজেপি।

উৎসবের মুখে ১০,০০০ কোটির লোকসানের আশঙ্কা, রাহুলকে ধনী পেছানোর আর্জি ব্যবসায়ীদের

আসন্ন ধনতেরাস ও দীপাবলির ব্যস্ত মরসুমে বড়সড় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে চিঠি দিলেন দিল্লির ব্যবসায়ীরা। নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিশেষ সংশোধনের (এসআইআর) প্রতিবাদে আগামী ১ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে ‘দিল্লি চলো’ মহামিছিলের ডাক দিয়েছে বিরোধী ‘ইন্ডিয়া’ মঞ্চ।

সেই কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে শনিবার চিঠি পাঠিয়েছে দিল্লির অন্যতম প্রধান বণিক সংগঠন ‘চেন্নার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’ (সিটিআই)। তাদের দাবি, উৎসবের সময়ে এমন রাজনৈতিক কর্মসূচির জেরে রাজধানীতে অন্তত ১০,০০০ কোটি টাকার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সংগঠনের চেয়ারম্যান ব্রিজেশ গোয়েল রাহুলকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, রামলীলা ময়দানের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে চাঁদনি চক, সদর বাজার, কান্মীরি গেট, জামা মসজিদ এবং করোল বাগের মতো দিল্লির বৃহত্তম পাইকারি ও খুচরো বাজারগুলি। উৎসবের এই মরসুমে দিল্লি জুড়ে প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকার কেনাকাটা হয়, যার



মধ্যে সোনা-রূপো, জামাকাপড়, মিষ্টি, ইলেকট্রনিক্স ও গাড়ি অন্যতম। গোয়েল জানান, গত মাসে দফায় দফায় বিক্ষোভ ও রাস্তা বন্ধের কারণে ব্যবসায়ীদের প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এবার ১ তারিখে বড় জমায়ত ও যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হলে বাইরের ক্রেতারা বাজারে পৌঁছতে পারবেন না এবং পণ্য সরবরাহ পুরোপুরি থমকে যাবে। চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, রামলীলা ময়দানের কাছাকাছি পুরনো ও নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থাকায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন, যা

সমাবেশের ভিড়ে চরম ভোগান্তির সৃষ্টি করবে। সংগঠনটি স্পষ্ট করেছে যে তারা গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ জানানোর অধিকারকে সম্মান জানানো ও ধনতেরাস (৬ নভেম্বর), দীপাবলি (৮ নভেম্বর) ও ভাইফোঁটা (১০ নভেম্বর) পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল যেন এমন কর্মসূচি না রাখে। উল্লেখ্য, গত ১৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টও দিল্লিতে ঘনঘন আন্দোলনের জেরে ব্যবসায়ী ও দিনমজুরদের রুটরুজির ক্ষতির প্রশ্নে সতর্কবার্তা দিয়ে সব পক্ষের স্বার্থে সামঞ্জস্য রাখার আশা প্রকাশ করেছিল।

বারাণসীর আকাশে ‘নীলকণ্ঠ’ রাফালের গর্জন!

বারাণসীর আকাশে শক্তি ও শৌর্ষের প্রদর্শন ভারতের বায়ুসেনার। রবিবার বায়ুসেনার এয়ার শো ‘উইংস ওভার গঙ্গা’র সাক্ষী থাকল নমো ঘাট। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ অন্যান্যরা। ভারতীয় বায়ুসেনার ৯৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে গত তিন দিন ধরে এয়ার শো চলছিল। রবিবার ছিল শেষ দিন।

বায়ুসেনা কর্তারা জানিয়েছেন, এয়ার শো-তে সুখোই-৩০ একমকেআই, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস ও এলসিএইচ প্রচণ্ড-এর মতো যুদ্ধবিমান এবং হেলিকপ্টার অতর্ভুক্ত ছিল।

এদিনের এয়ার শো’র মূল আকর্ষণ ছিল তিনটি রাফালে যুদ্ধবিমানের ‘নীলকণ্ঠ’ ফরমেশন। এছাড়াও মি-১৭ হেলিকপ্টারগুলির ‘ওঙ্কার’ ফরমেশনও বিশেষ নজর কাড়ে।



অন্যদিকে, এদিনের এয়ার শো-তে বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘সূর্য কিরণ অ্যারোব্যুটিক’ টিম এবং ‘সারাং হেলিকপ্টার ডিসপ্লে টিম’-এর নিখুঁত, সুসংহত কৌশল প্রদর্শন, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে। এদিন প্রধানমন্ত্রী নমো ঘাটে পৌঁছতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দর্শকরা। মোদিকে স্বাগত জানাতে নমো ঘাট পর্যন্ত যাত্রাপথের দু’পাশে বিপুল

সংখ্যক মানুষ সমবেত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে, ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করে এবং সাংস্কৃতিক স্বাগত জানান। গাড়ির ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে জনতাকে অভিবাদন জানান মোদি। সেই সময় ‘হর হর মহাদেব’, ‘জয় শ্রী রাম’ শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ।





২৬ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

মাত্র ১১ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক মাস্টার বোধনা

বিশ্ব দাবার চেনা সমীকরণ ও বয়সের সমস্ত রেকর্ড ওলটপালট করে ইতিহাস তৈরি করল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কিশোরী বোধনা শিবানন্দন। কিংবদন্তি জুডিত পোলগারের প্রায় চার দশক ধরে অক্ষত থাকা রেকর্ড ভেঙে বিশ্বের কনিষ্ঠতম মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম) হওয়ার গৌরব অর্জন করল সে। শুক্রবার ইউরোপিয়ান ক্লাব কাপের শেষ রাউন্ডে মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার ভিক্টোরিয়া জোহানসনকে হারিয়ে এই নজিরবিহীন কৃতিত্ব হাসিল করে উত্তর লন্ডনের হ্যারোর বাসিন্দা এই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। এই জয়ের ফলে নিজের তৃতীয় ও চূড়ান্ত আইএম নমি নিশ্চিত করে ফেলে বোধনা। সার্বিক তালিকায় সর্বকালের সপ্তম কনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার হিসেবে নিজের নাম নথিভুক্ত করেছে এই বিস্ময় প্রতিভা। এই তালিকায় সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিদ্বন্দ্বী জাভোথির সিন্দারভের ঠিক নীচে এবং বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশের উপরে জায়গা করে নিয়েছে।

১৯৮৮ সালে হাঙ্গেরির কিংবদন্তি জুডিত পোলগার ১২ বছর বয়সে এই খেতাব অর্জন করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক রেকর্ড ভেঙে দাবার দুনিয়ায় নতুন দিগন্ত খুলে দিল বোধনা। রেকর্ড গড়া বোধনার কাছে কার্যত রুটিনে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে ওম্যান গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম অর্জন এবং



কনিষ্ঠতম হিসেবে ওম্যান ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার খেতাব পাওয়ার কৃতিত্ব আগেই তার বুলিতে ছিল। এ ছাড়া ২০২৫ সালে কনিষ্ঠতম বালিকা হিসেবে গ্র্যান্ডমাস্টারকে পরাজিত করার ইতিহাসও তৈরি করেছিল সে। যুক্তরাজ্যের ঘরোয়া দাবাতেও একের পর এক ইতিহাস গড়েছে বোধনা। ১৯৩৯ সালে ১৩ বছর বয়সে এলোইন প্রিচার্ডের গড়া ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলাদের খেতাব জয়ের দীর্ঘদিনের রেকর্ডও ভেঙে ফেলে সে। দাবাড়ুর পাশাপাশি সাধারণ আর পাঁচটা শিশুর মতোই গণিত আর দাবার শেষ চাল বা

এন্ডগেম নিয়ে মেতে থাকে তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লি থেকে লন্ডনে যাওয়া পরিবারের এই সন্তান। অবসরে বেহালা ও পিয়ানো বাজানো তার প্রিয় শখ। করোনা অতিমারির সময় মাত্র পাঁচ বছর বয়সে এক পারিবারিক বন্ধুর ফেলে যাওয়া দাবা বোর্ড দেখে কৌতূহলবশত দাবার চাল শেখা শুরু করে সে। অনলাইনে ভিডিও দেখে খেলা রপ্ত করে দ্রুত নিজেকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছে বোধনা। আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব নিশ্চিত করার পর তার পরবর্তী লক্ষ্য দ্রুততম বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব অর্জন করা।

ওয়ানডে বিদায়ও কি আসন্ন রোহিত শর্মার ?

টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। ওয়ানডে বিদায়ও কি আসন্ন রোহিত শর্মার? অজিত আগরকার ভারতের প্রধান নির্বাচক থাকাকালীন হিটম্যানের বিদায় নিয়ে প্রচুর জল্পনা ছড়িয়ে ছিল। এখন নির্বাচক বদলেছে। তাহলে কি অবসর সিদ্ধান্ত নিয়েও নতুন করে ভাবনাচিন্তা করছেন রোহিত? অবশেষে নিজের অনুষ্ঠান থেকে বড়সড় ঘোষণা ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের। আগামী বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেখানে রোহিত খেলবেন কি না, প্রশ্নচিহ্ন ছিল। বিশেষ করে আগরকার প্রধান নির্বাচক থাকাকালীন সেই প্রশ্ন বারবার উঠেছে। এমনকী খোদ বিসিসিআই কর্তব্যাক্রিয়া হস্তক্ষেপ করে বিতর্ক থামান। এখন নতুন নির্বাচক হয়েছেন প্রজ্ঞান ওবা। যার সঙ্গে রোহিতের সম্পর্ক বেশ ভালো। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে আছেন হিটম্যান। এবার অবসর জল্পনা নিয়ে মুখ খুললেন। নিজের শো 'ফ্যামিলি ফুল হাউস' অতিথি হিসেবে ছিলেন করিশ্যা কাপুর ও চাচ্চি পাণ্ডে। সেখানে এক



ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে রোহিত স্বীকার করে নেন, এই জল্পনাগুলো তিনি শুনেছেন। এবার তার উত্তরে মজা করে বলেন, ত আমি নিজেকে নিয়ে প্রচুর গুজব শুনেছি। এখনও শুনেই চলেছি। লোকে বলছে, আমি নাকি অবসর নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের নিয়ে ছড়ানো এই গুজবগুলো সব সত্যি হয়ে গিয়েছে!দ শোনা গিয়েছিল, আগরকার বিশ্বকাপের জন্য

রোহিতের বদলে যশস্বীকে চেয়েছিলেন। সেই খবর রোহিত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। লর্ডস করে বলেন, ত আমি নিজেকে নিয়ে প্রচুর গুজব শুনেছি। এখনও শুনেই চলেছি। লোকে বলছে, আমি নাকি অবসর নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের নিয়ে ছড়ানো এই গুজবগুলো সব সত্যি হয়ে গিয়েছে!দ শোনা গিয়েছিল, আগরকার বিশ্বকাপের জন্য

মায়ের হাতের কোলাশ্বি ভাজিতে মজে শচীন

মায়ের মতো কেউ হয় না! তাই দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, মায়ের হাতের রান্না মিস করতেন শচীন তেণ্ডুলকার। ক্রিকেটের জন্য প্রায় সারা বছর বাইরে বাইরে থাকতে হত। বাড়িতে ফেরার আগে মাকে ফোন করে বলে দিতেন, পছন্দের খাবার রান্না করে রাখার জন্য। অবসর নিয়েছেন বহুদিন। মায়ের হাতের রান্নার স্মৃতি নিতে নিতে সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন 'ক্রিকেটের ঈশ্বর'। তিনি 'ঈশ্বর' ঠিকই, তবে মায়ের হাতের রান্নার থেকে প্রিয় কিছু নেই। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিওয় দেখা যায়, শচীন ডাল-ভাত, আলুভাজা ও চিংড়ির কারি খাচ্ছেন। মায়ের হাতের রান্নায় সেটাই অমৃত। তিনি বলেন, ত আমি যখন আগে বিদেশে খেলতে যেতাম, তখন একটা জিনিস মিস করতাম। সেটা হল মায়ের হাতে তৈরি খাবার। ফেরার দু'দিন আগে মাকে ফোন করে দিতাম। বলতাম, এই খাবারগুলো বানিয়ে রাখবে। মায়ের মতো রান্না আর কেউ করতে পারবে না। এখন আর অতো ঘন ঘন রান্না করে না। পরে বাড়ির অনেকেই এই রান্না করার চেষ্টা করেছে। তবে ধারেকাছে আসতে পারেনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এটা হাত দিয়ে খেতে হবে। বাংলায় ভাত-ডাল বলা হল ঠিকই। আসলে এ হল খাঁটি মহারাষ্ট্রীয় খাবার। শচীন নিজেই ওই



ভিডিওয় পরিচয় করিয়ে দেন। 'ভারান ভাত' হল অড়হর ডাল ও নরম-ভাপানো ভাতের মিশ্রণ। শচীনের 'আই' অর্থাৎ মা রজনী তেণ্ডুলকার নিজস্ব রেসিপি অনুযায়ী এতে হলুদ, লবণ ও মশলা মেশান। 'বাটাটা ভাজি' হল মহারাষ্ট্রের পদ্ধতিতে তৈরি আলুভাজা। এর সঙ্গে থাকছে 'কোলাশ্বি ভাজি'। ওটে

কাটা পেঁয়াজ, ১টা টম্যাটো ও আদা-লক্ষা বাটায়া অল্প তেল দিয়ে বেশ মশলাদার পেস্ট বানানো হয়। তার সঙ্গে মেশাতে হবে প্রয়োজনমতো নুন, হলুদ, গরম মশলা, ধনে-জিঁড়ে গুঁড়ো ও মহারাষ্ট্রের স্টাইলের মালবানি মশলা। লেবুর রস ছড়িয়ে দেড় কাপ গরম জলে মেখে রাখতে হবে।

মাত্র ৫ বলে ম্যাচ জিতে নজির আফ্রিকার

অনুপম রায় গেয়েছিলেন, যেখানে গুরুর কথা বলার আগেই শেষ! অনেকটা সেই অবস্থা হল টি-টোয়েন্টি ম্যাচে। সাধারণত রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ দেখতে পছন্দ করেন সমর্থকরা। শেষ বল পর্যন্ত লড়াইয়ের প্রতীক্ষা থাকে। আর সেখানে মাত্র ৫ বলে ম্যাচ শেষ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকা সাব-রিজিওনাল বাছাইপর্বে মোজাম্বিকের বিরুদ্ধে এমনই কাণ্ড ঘটিয়েছে উগান্ডা। লক্ষ্য এতটাই ছোট ছিল যে, এক ওভারও খেলতে হয়নি। ২০২৪-র বিশ্বকাপে খেলেছিল উগান্ডা। তবে এবারের বিশ্বকাপে সুযোগ পায়নি। শনিবার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হয় 'ড্রেনস'রা। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় মোজাম্বিক। প্রথমে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। ১১ বলে দলটি তোলে ১২ রান। কিন্তু এরপরই শুরু হয় ধস। ওই রানের মধ্যেই তিন উইকেট পড়ে। ১৬ রানে ছিল পাঁচ উইকেট। শেষ



পর্যন্ত ১৯ রানেই ওটিয়ে যায় মোজাম্বিকের ইনিংস। ৭.২ ওভারেই শেষ হয় তাদের লড়াই। মোজাম্বিকের ছয়জন রানের খাতাই খুলতে পারেননি। উগান্ডার জুমা মিয়াগি ৭ রান দিয়ে নেন পাঁচ উইকেট। কাজ তো ওখানেই হয়ে গিয়েছিল। ২০ রান করতে আর কতক্ষণ লাগে। জাম্বিয়া নিল মাত্র ৫ বল। অর্থাৎ এক ওভারের মধ্যে ম্যাচ জিতে নিল আফ্রিকার দেশটি। গুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন রাঘব ধাওয়ান। প্রথম বলেই হাঁকান ছক্কা। পরের বলে নেন এক রান। এরপর রবিনসন ওবুয়া প্রথম বলেই

চার মারেন। পরের দুই বলে দুই ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচ শেষ করে দেয় জাম্বিয়া। মাত্র ৫ বলে জয় বিশ্বরেকর্ড নয়। এর আগে ২ বলে জয়ের আছে স্পেনের। রেকর্ড অন্য ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০০টি জয় পেয়েছে মাত্র নয়টি দল। উগান্ডা ১৩১ ম্যাচে ১০১টি জিতেছে। হার-জিতের অনুপাত ৩.৭৪। আর সেখানে ৩০০ ম্যাচ খেলে ২০০ জয় নিয়ে ভারতের জয়-হারের অনুপাত ২.৪০৯। অন্তত ১০০ ম্যাচে জয় পাওয়া দেশগুলোর মধ্যে এই অনুপাত সবচেয়ে বেশি উগান্ডারই।